প্রাথমিক শিক্ষক ইন্টারভিউ প্রস্তুতি বিষয়: বাংলা (PART-2)

প্রাথমিক শিক্ষক ইন্টারভিউর বাংলা বিষয় থেকে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরসহ নোটস সাজিয়ে দিলাম। এগুলো সরাসরি ইন্টারভিউতে কাজে লাগবে।

প্রাথমিক শিক্ষক ইন্টারভিউ প্রস্তুতি ২০২৫

Q.১. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে?

ANS: বাংলা ভাষার উৎপত্তি ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারে। সংস্কৃত → প্রাকৃত → অপভ্রংশ হয়ে বাংলা তৈরি হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। লোকভাষার প্রভাবে ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভারতের প্রধান ভাষাগুলির একটি।

Q.২. বাংলা গদ্যের জনক কে?

ANS: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তাঁর সরল ভাষাশৈলী গদ্যকে স্বাভাবিক করে তোলে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গদ্যের আদর্শ উদাহরণ। তিনি অনুবাদ ও রচনার মাধ্যমে গদ্যকে প্রতিষ্ঠা দেন। বাংলা গদ্য তাঁর হাতেই আধুনিক রূপ পায়।

Q.৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য কোনটি?

ANS: 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমকথা ফুটে ওঠে। এতে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। কীর্তনধর্মী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যের প্রাচীনতার মূল দলিল এটি।

Q.৪. বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ কবে শুরু?

ANS: উনিশ শতককে বাংলা নবজাগরণের যুগ বলা হয়। এই সময় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে যুক্তিবাদ আসে। নতুন সাহিত্যরীতি গড়ে ওঠে। সমাজ আধুনিকতার পথে এগোয়।

Q.৫. বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর মূল বার্তা কী?

ANS: উপন্যাসটির মূল বার্তা দেশপ্রেম। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'বন্দেমাতরম' গানটি এখান থেকেই এসেছে। উপন্যাসে ত্যাগ, আদর্শ ও আত্মত্যাগ গুরুত্ব পেয়েছে। জাতীয় জাগরণের প্রতীক হিসেবেও এটি পরিচিত।

Q.৬. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্য কী?

ANS: তাঁর শিক্ষাদর্শ প্রকৃতি-নির্ভর। মুক্ত পরিবেশে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে গুরুত্ব দেন। বইয়ের চেয়ে অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দেন। সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি জাগানোর কথা বলেন। শান্তিনিকেতন তার বাস্তব প্রয়োগ।

Q.৭. শিশুকে বাংলা শেখানোর সঠিক পদ্ধতি কী?

ANS: গল্প, ছড়া ও ছবি দিয়ে শেখানো যায়। খেলাধুলার মাধ্যমে বর্ণচর্চা কার্যকর হয়। ধ্বনিচর্চা ও উচ্চারণ অনুশীলন প্রয়োজন। বাস্তব উদাহরণ দিলে শেখা দ্রুত হয়। ভুলে বকাঝকা নয়, উৎসাহ দিয়ে সংশোধন করতে হয়।

Q.৮. বাংলা ব্যাকরণে বিভক্তি কত প্রকার?

ANS: বাংলা ব্যাকরণে আট প্রকার বিভক্তি রয়েছে। কারক চিহ্ন দেখাতে বিভক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পদ-পরিবর্তনে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাক্যগঠনে অর্থ পরিষ্কার করে। ভাষাকে নিয়মিত করে তোলে।

Q.৯. অলংকারের ভূমিকা কী?

ANS: অলংকার কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শব্দ ও ভাবকে আকর্ষণীয় করে তোলে। চিত্রময়তা বাড়ায়। আবেগ-অনুভূতি তীব্র করে। পাঠকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

Q.১০. 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বৈশিষ্ট্য কী?

ANS: এটি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। মহাকাব্যের আঙ্গিকে আধুনিক ভাবধারা মিশেছে। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ব্যবহৃত হয়েছে। মেঘনাদকে নায়কসুলভ দেখানো হয়েছে। এতে মানবিক ও বীরত্বের সমন্বয় দেখা যায়।

Q.১১. বাংলা ভাষায় উপসর্গ কী?

ANS: উপসর্গ শব্দের আগে বসে অর্থ পরিবর্তন করে। যেমন—অতি, অধি, সু, দু, অপ। উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ তৈরি হয়। ভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Q.১২. বাগধারা কী?

ANS: কিছু নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ যেগুলোর আলাদা অর্থ হয় তাকে বাগধারা বলে। যেমন 'হাতে চাঁদ পাওয়া'। বাগধারা ভাষাকে জীবন্ত করে। কথায় সৌন্দর্য বাড়ায়। লেখায় বিশেষ প্রভাব ফেলে।

Q.১৩. 'কপালকুণ্ডলা'-র লেখক কে?

ANS: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসের লেখক। এটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনির গাঁথুনি প্রশংসিত। কপালকুণ্ডলার বিয়োগান্ত পরিণতি পাঠককে ভাবায়। বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

Q.১৪. কাব্যে ছন্দ কেন প্রয়োজন?

ANS: ছন্দ কবিতায় সঙ্গীতধর্মিতা আনে। পংক্তিতে তাল-লয় সৃষ্টি করে। আবৃত্তি সহজ হয়। ভাবপ্রকাশ গাঢ় হয়। পাঠকের মনে আনন্দ জাগায়।

Q.১৫. বাংলা ভাষায় সর্বনামের ভূমিকা কী?

প্রাথমিক শিক্ষক ইন্টারভিউ প্রস্তুতি বিষয়: বাংলা (PART-2)

ANS: সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দ বারবার না লিখে ভাষাকে সাবলীল করে। ব্যক্তি, সংখ্যা, পুরুষ বোঝায়। বাক্যরচনায় স্পষ্টতা আনে। ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে।

Q.১৬. 'পথের পাঁচালী'-র লেখক কে?

ANS: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই উপন্যাস। অপু-দুর্গার গ্রামজীবন এতে ফুটে ওঠে। প্রকৃতির বর্ণনা অসাধারণ। মানবিক সম্পর্ক ও দারিদ্র্যের ছবি প্রাণবন্ত। বাংলা উপন্যাসের এক ক্লাসিক।

Q.১৭. রূপকের সংজ্ঞা কী?

ANS: কোনো কিছুকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করে বোঝানোই রূপক। সরাসরি তুলনা থাকে না। যেমন—"শিক্ষা মানুষের আলো।" ভাবকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। কবিতায় রূপকের ব্যবহার বেশি।

Q.১৮. সমাস কী?

ANS: দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন পদ তৈরি হলে তা সমাস। এতে শব্দসংখ্যা কমে। অর্থ ঘনীভূত হয়। ব্যাকরণে ছয় প্রকার সমাস দেখা যায়। ভাষাকে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর করে।

Q.১৯. উপমা কী?

ANS: 'যেন', 'মতো', 'সদৃশ' ইত্যাদি দিয়ে তুলনা করলে উপমা হয়। উদাহরণ—"তোমার চোখ পদ্মফুলের মতো।" কবিতায় উপমার ব্যবহার খুব প্রচলিত। ভাবকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। ভাষায় কোমলতা আনে।

Q.২০. বাংলা ভাষায় ছয়টি কারক কী কী?

ANS: কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। বাক্যে পদের ভূমিকা বোঝায়। কারক চিহ্ন বিভক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাক্য নির্মাণে অপরিহার্য। অর্থ স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

Q.২১. বাংলা শিক্ষণে চারটি ভাষা দক্ষতা কী?

ANS: শোনা, বলা, পড়া, লেখা—এই চারটি। এগুলো একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ায়। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি অনুশীলন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষায় এগুলোর ভিত্তি গড়ে।

Q.২২. লোকসাহিত্য কী?

ANS: লোকের মুখে মুখে চলা সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকগান, বাউল, ব্রত, উপকথা প্রভৃতি এর অংশ। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সহজ ও প্রাণবন্ত। গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি থাকে।

Q.২৩. ছড়ার গুরুত্ব কী?

ANS: ছড়া শিশুদের ভাষা শেখায়। লয়-তাল থাকায় মনে রাখা সহজ হয়। উচ্চারণ উন্নত হয়। কল্পনাশক্তি বাড়ায়। শিক্ষার প্রথম ধাপ ছড়া।

Q.২৪. শিশুদের ভুল সংশোধন কীভাবে করবেন?

ANS: ধমক নয়, উৎসাহ দিয়ে। সঠিক উচ্চারণ বারবার শোনাতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বুঝানো কার্যকর। ধীরে ধীরে অভ্যাস তৈরি হবে। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিতে হবে।

Q.২৫. বাংলা ভাষায় ক্রিয়া কত প্রকার?

ANS: রূপ অনুযায়ী সাধারণ, অসমাপিকা, সমাপিকা ইত্যাদি। ক্রিয়া বাক্যের প্রাণ। কাজ, অবস্থা বা ঘটনা বোঝায়। ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনে অর্থ বদলায়। বাংলা ব্যাকরণের প্রধান অংশ।

Q.২৬. রবীন্দ্রনাথের গল্পের বৈশিষ্ট্য কী?

ANS: মানবিক সম্পর্ক তাঁর গল্পের মূল। ভাষা সহজ ও সাবলীল। গ্রামবাংলার জীবনচিত্র স্পষ্ট। চরিত্রগুলি বাস্তব। গল্পে দার্শনিক ভাবও থাকে।

Q.২৭. বাংলা ভাষায় তৎসম-তদ্ভব কী?

ANS: তৎসম শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে। তদ্ভব শব্দ পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। তৎসম শব্দ অপেক্ষাকৃত কঠিন। তদ্ভব শব্দ সহজ। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

Q.২৮. বাংলা কবিতায় প্রকৃতিচিত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ANS: বাংলার প্রকৃতি কবিদের প্রেরণা। কবিতায় পরিবেশ ফুটে ওঠে। পাঠকের অনুভূতিতে প্রভাব ফেলে। ভাবপ্রকাশ জীবন্ত হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি এক অনিবার্য অংশ।

Q.২৯. আবৃত্তির উপকারিতা কী?

ANS: উচ্চারণ উন্নত হয়। দম ও লয় নিয়ন্ত্রণ শেখা যায়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কল্পনাশক্তি জাগে। ভাষাচর্চা মজবুত হয়।

Q.৩০. প্রাথমিক স্তরে গল্পের গুরুত্ব কী?

ANS: গল্প শিশুকে আনন্দ দেয়। নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায়। কল্পনাশক্তি বাড়ে। ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শেখা সহজ হয়।

Q.৩১. 'চাঁদের পাহাড়'-এর লেখক কে?

ANS: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর নামে এক বাঙালি যুবকের আফ্রিকার অভিযান এই উপন্যাসে বর্ণিত। রোমাঞ্চ ও বন্যপ্রকৃতি মিশে আছে। চরিত্র দৃঢ় ও সাহসী। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় রচনা।

Q.৩২. শুদ্ধ-অশুদ্ধ কী?

ANS: ভুল ব্যবহারকে অশুদ্ধ, সঠিককে শুদ্ধ বলে। ভাষা শুদ্ধ হলে অর্থ স্পষ্ট হয়। শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাতে হয়। লেখায় শুদ্ধ বানান জরুরি। ভাষাশিক্ষার ভিত্তি এটি।

Q.৩৩. বাংলা ব্যাকরণে 'বাক্য' কী?

ANS: সম্পূর্ণ অর্থবোধক শব্দসমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্য গঠনে কর্তা-ক্রিয়া অপরিহার্য। ভাষা-প্রকাশের মৌলিক একক এটি। বাক্য তিন প্রকার—বর্ণনামূলক, প্রশ্নবোধক, আদেশমূলক। শিক্ষায় বাক্যরচনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষক ইন্টারভিউ প্রস্তুতি বিষয়: বাংলা (PART-2)

Q.৩৪. ছয় ঋষির সরল জীবনকথা কোন বইয়ে পাওয়া যায়?
ANS: 'ঋষিতরঙ্গিনী' বইয়ে। বিদ্যাসাগর রচিত এই গ্রন্থে নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো হয়েছে। শিশুদের উপযোগী ভাষায় লেখা। সহজবোধ্য গল্পভঙ্গি। শিক্ষণীয় কাহিনি।

Q.৩৫. বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য কী?
ANS: এটি ব্রাহ্মী লিপি উৎসারিত। ডান থেকে বাম নয়, বাম থেকে ডান দিকে লেখা হয়। শব্দে মাত্রার ব্যবহার রয়েছে। যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়। লিপি দেখতে গোলাকার।

Q.৩৬. প্রতিবর্ণন কী?
ANS: একই জিনিসকে অন্যভাবে বলা। বক্তব্যকে জোরালো করে। সাহিত্যে ব্যবহারে বক্তব্য সুন্দর হয়। কবিতায় এটি বিশেষ প্রভাব ফেলে। ভাষাকে রঙিন করে।

Q.৩৭. শব্দের শ্রেণিবিভাগ কেন প্রয়োজন?
ANS: অর্থ ও ব্যবহার পরিষ্কার হয়। ব্যাকরণ শেখা সহজ হয়। বাক্যরচনায় সহায়ক। ভাষা সুবিন্যস্ত হয়। শিক্ষার্থী সঠিক প্রয়োগ শিখে।

Q.৩৮. মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?
ANS: বিরাট ঘটনা নিয়ে রচিত। নায়ক বীরত্বপূর্ণ। দেবতা, অতিপ্রাকৃত শক্তি থাকে। ভাষা উচ্চমাত্রার। কাব্যের পরিসর বিস্তৃত।

Q.৩৯. বাংলা নাটকের জনক কে?
ANS: মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রভাব দেখা যায়। 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র মতো নাটক বিখ্যাত। ভাষা আধুনিক ও তীক্ষ্ণ। সমাজ-সমালোচনার ছাপ আছে।

Q.৪০. শিশুদের পাঠাভ্যাস কীভাবে গড়ে তুলবেন?
ANS: রঙিন বই দিয়ে শুরু করতে হবে। প্রতিদিন কিছু সময় পড়ার অভ্যাস করাতে হবে। গল্প শোনানো খুব কার্যকর। শিক্ষকের উৎসাহ প্রয়োজন। পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

Q.৪১. বাংলা ভাষায় গুণবাচক বিশেষণ কী?
ANS: যে বিশেষণ নামপদের গুণ বোঝায়। যেমন—ভালো ছেলে, লাল ফুল। বাক্যে বিশেষণ থাকলে বর্ণনা সুন্দর হয়। ভাষা স্পষ্ট হয়। শিশুদের উদাহরণ দিয়ে শেখানো সহজ।

Q.৪২. বাংলা শিক্ষণে নৈতিক গল্পের ভূমিকা কী?
ANS: শিশুদের চরিত্রগঠন হয়। ভালো-মন্দ বুঝতে শেখে। সহজ ভাষায় জীবনদর্শন জানা যায়। আচরণে পরিবর্তন আসে। শিক্ষায় নৈতিকতা জরুরি অংশ।

Q.৪৩. ছুটির সময় শিশুদের কী শিক্ষামূলক কাজ দেবেন?
ANS: ছবি আঁকা, ছোট গল্প পড়া, ছড়া মুখস্থ করা। ঘরের জিনিস দেখে নাম লেখা। দৈনন্দিন ডায়েরি লেখা। এগুলো

Q.৪৪. বাংলা শিক্ষণের সমস্যা কী?
ANS: উচ্চারণে ভুল বেশি হয়। বানান মনে রাখতে সমস্যা হয়। পড়ার গতি ধীর থাকে। শব্দভাণ্ডার কম থাকে। অভ্যাস না হলে লেখা দুর্বল হয়।

Q.৪৫. 'সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায়?
ANS: মানুষের জীবনাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য। ভাষা, আচরণ, সাহিত্য, পোশাক—সব এর অংশ। সমাজকে চিহ্নিত করে। প্রতিটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। বাংলা সংস্কৃতি বহু বৈচিত্র্যের সমাহার।

Q.৪৬. 'ছুটি' গল্পের মূল কথা কী?
ANS: রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে ফটিক নামের ছেলের আবেগ-সংঘাত দেখানো হয়েছে। মায়ের কাছে যাওয়ার আকুলতা গল্পের কেন্দ্র। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ফুটে ওঠে। গল্পটি দুঃখমিশ্রিত। মানবিক মূল্যবোধ শেখায়।

Q.৪৭. বাংলা বানান কঠিন কেন?
ANS: অসংখ্য তৎসম-তদ্ভব শব্দ আছে। একই উচ্চারণে একাধিক বানান থাকে। বর্ণের মিল ও অপব্যবহার ঘটে। নিয়ম মনে রাখা কঠিন। অভ্যাস করলে সহজ হয়।

Q.৪৮. প্রাথমিক শ্রেণিতে কবিতা শেখানোর পদ্ধতি কী?
ANS: আবৃত্তি দিয়ে শুরু করতে হয়। ছবির সাহায্যে ভাব বোঝাতে হয়। লয়-তালে শিশুদের আগ্রহ বাড়ে। ছোট ছোট লাইন ব্যাখ্যা করতে হয়। কবিতাকে গল্পের মতো করে বলা কার্যকর।

Q.৪৯. 'পালাগান' কী?
ANS: গ্রামীণ লোকগাথা। গানের মাধ্যমে কাহিনি বলা হয়। এতে গল্প, সঙ্গীত, নাট্য সবই থাকে। বাংলার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সহজ ভাষায় লেখা।

Q.৫০. বাংলা ভাষার গুরুত্ব কী?
ANS: এটি আমাদের মাতৃভাষা। ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহক। শিক্ষার ভিত্তি। সামাজিক যোগাযোগ সহজ করে।

Follow : KAMALESH FOR EDUCATION
ALL IN ONE EDUCATIONAL PORTAL
eBOOK Whatsapp us on 7001749526